সংবাদ

তারিখ ... 13 MAY 2003 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ১ ...

ফলোআপ ঃ ঢা. বি জাল সার্টিফিকেট

তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন ১৫ দিনের মধ্যে রিপোর্ট দেয়ার নির্দেশ

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট জালিয়াতির ঘটনা তদন্তের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সোমবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট সদস্য ও সমাজবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক কামরুল আহসান চৌধুরীকে আহ্বায়ক করে তিন সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির সদস্য সচিব করা হয়েছে ভারপ্রাপ্ত পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মো. আবদুল

সার্টিফিকেট ঃ পৃঃ ২ কঃ ৫

সার্টিফিকেট ঃ ফলোআপ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

লতিফকে। তদন্ত কমিটির অন্য সদস্য হলেন নবনিযুক্ত প্রক্টর অধ্যাপক আ.কা ফিরোজ আহমদ। আগামী ১৫ দিনের মধ্যে কমিটিকে তদন্ত রিপোর্ট পেশ করতে বলা হয়েছে। গত শনিবার সার্টিফিকেট জালিয়াতির খবর প্রকাশিত হওয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয়ে তোলপাড় শুরু হয়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই জালিয়াতিচক্রকে চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য গত রোববার রমনা থানা, দুর্নীতি দমন ব্যুরো এবং সিআইডি সদর দপ্তরে আনুষ্ঠানিকভাবে আবেদন জানিয়েছে। উল্লেখ্য, অ্যাপলাইট কেমিস্ট্রি অ্যান্ড কেমিক্যাল টেকনোলজি বিভাগের সাবেক ছাত্র নিত্যরঞ্জন বর্মণের জাল সার্টিফিকেটের ছবি ও খবর পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার পর জালিয়াতচক্রকে খুঁজে বের করতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এখন তৎপর। প্রশাসনিক ভবনের একটি সূত্র জানিয়েছে, নিত্যরঞ্জন বর্মণের সমস্ত সার্টিফিকেট, নম্বরপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে রিপোর্ট তৈরির জন্য ইতোমধ্যেই পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নির্দেশ দিয়েছেন। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এস.এম.এ. ফায়েজ গতকাল বলেন, জালিয়াতচক্রকে খুঁজে বের করতে আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জাল সার্টিফিকেটের খবর যখন প্রকাশিত হয় তখন আমাদের ভাবমূর্তি চরমভাবে ক্ষুণ্ন হয়। আশা করছি পুলিশ এই দুষ্টচক্রকে খুঁজে বের করবে।